ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

ভক্তিযোগ অনুশীলনকারীর জন্য প্রতিকূল সঙ্গ কতটা আশঙ্কাজনক এবং সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গপ্রভাবে আমরা কীভাবে ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারি, সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীবের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে মনুষ্যদেহ লাভ করা এবং যিনি নিজেকে ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগে নিয়োজিত করেছেন, তিনি সেই দিব্য আনন্দমূর্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এইরূপ, পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত; মায়া সৃষ্ট এই জগতে অবস্থান করলেও মায়ার প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, মায়ার দ্বারা আবদ্ধ জীব কেবলই তাদের উদর এবং উপস্থের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তারা অশুদ্ধ, তাদের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গ প্রভাবে বিভ্রান্ত, সম্রাট পুরুরবা, উর্বশীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি—চর্ম, মাংস, রক্ত, পেশীতন্তু, মস্তিষ্ক কোষ, মজ্জা এবং অস্থির পিণ্ডরূপ নারী (অথবা নর) দেহের প্রতি আসক্ত—তার মধ্যে আর পোকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। নারীদেহের দ্বারা যার মন অপহৃত হয়, তার শিক্ষা, তপস্যা, বৈরাগ্য, বেদপাঠ, নির্জনে বাস এবং মৌন অবলম্বনের কী মূল্য থাকল? মনের কামাদি ষড় রিপুকে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, স্ত্রীলোক বা স্ত্রৈণ পুরুষদের সঙ্গ তাই তাঁদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে রাজা পুরুরবা মায়াময় বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়স্থ পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন।

উপসংহারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত অসৎসঙ্গ পরিহার করে নিজেকে সাধু সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের দিব্য উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মনের মায়াময় আসক্তি ছিন্ন করতে পারেন। যথার্থ ভক্ত সর্বদাই মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সম্মেলনে প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই ভগবানের সেবা করে জীবাত্মা তার জাগতিক পাপ নির্মূল করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অর্জন করে। আর যখন কেউ

সেই অসীম আদর্শ গুণাবলীর আদি সমুদ্র, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁর জন্য লাভ করবার আর কী বাকী রইল?

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মৎ-লক্ষণম্**—যার দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করা যায়; **ইমম্**—এই; **কায়ম্**—মনুষ্য শরীর; **লব্ধা**—লাভ করে; **মৎ-ধর্মে**—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; **আস্থিতঃ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **আনন্দম্**—শুদ্ধ আনন্দ; **পরম-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **আত্ম-স্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **সমুপৈতি**—লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কেউ আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার প্রতি ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অসৎ সঙ্গের ফলে, এমনকি মুক্ত ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির স্তর থেকেও পতন ঘটতে পারে। জড় জগতের মধ্যে স্ত্রীলোকের সঙ্গ বিশেষভাবে বিপদ জনক, এবং তাই এরূপ পতন যাতে না ঘটে তার জন্য এই অধ্যায়ে ঐল গীত বলা হয়েছে। সাধু সঙ্গের প্রভাবে আমাদের যথার্থ পারমার্থিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তার ফলে আমরা যৌন আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে "ঐল গীত" নামে পরিচিত পুরূরবার চমৎকার গীত বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ ।
বর্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ ॥ ২ ॥

গুণ-ময্যা—প্রকৃতির গুণের উপর আধারিত; **জীব-যোন্যা**—জড় জীবনের কারণ থেকে, মিথ্যা পরিচিতি; **বিমুক্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানে; **নিষ্ঠয়া**—

নিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে; গুণেষু—প্রকৃতির গুণের উৎপাদনের মধ্যে; মায়ামাত্রেষু—কেবলই মায়াময়; দৃশ্যমানেষু—দৃশ্যবস্তু সকল; অবস্তুতঃ—যদিও বাস্তব নয়; বর্তমানঃ—জীবিত; অপি—যদিও; ন—করে না; পুমান্—সেই ব্যক্তি; যুজ্যতে—জড়িয়ে পড়ে; অবস্তুভিঃ—অবাস্তব; গুণৈঃ—প্রকৃতির গুণের প্রকাশ হেতু।

অনুবাদ

যিনি দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড়াপ্রকৃতির গুণসম্ভূত মিথ্যা পরিচিতি পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্ভূত হিসাবে দর্শন করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেও প্রকৃতির গুণসম্ভূত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই যেহেতু বাস্তব নয়, তিনি সেগুলি স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

প্রকৃতির তিনটি গুণ বিবিধ প্রকার জড়দেহ, স্থান, পরিবার, দেশ, আহার্য, খেলাধূলা, যুদ্ধ, শান্তি ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই জড়জগতের সমস্ত কিছুই প্রকৃতির গুণাবলী সমন্বিত, মুক্ত আত্মা, জড়াশক্তির সমুদ্রে অবস্থান করেও প্রতিটি জিনিসকেই ভগবানের সম্পদ রূপে জেনে তিনি আবদ্ধ হন না। এই রূপ মুক্ত আত্মাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবানের সম্পত্তি চুরি করে চোর হতে প্রলোভিত করলেও কৃষ্ণভক্ত, মায়া প্রদত্ত সেই টোপে কামড় না দিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে সৎ এবং শুদ্ধভাবে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই জগতের কোন কিছু, বিশেষতঃ নারীর মায়াময় রূপ, তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে।

শ্লোক ৩

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পততান্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৩ ॥

সঙ্গম—সঙ্গ; ন কুর্যাদ—কখনও করা উচিত নয়; অসতাম্—জড়বাদী লোকেদের; শিশ্ন—উপস্থ; উদর—এবং উদর; তৃপাম্—যারা তৃপ্ত করতে অনুগত; ক্বচিৎ—যে কোন সময়; তস্য—এই রূপ যে কোন ব্যক্তির; অনুগঃ—অনুগামী; তমসি-অন্ধে—অন্ধকারতম গর্তে; পততি—পতিত হয়; অন্ধ-অনুগ—অন্ধ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে; অন্ধ-বৎ—ঠিক আর একজন অন্ধ ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

যারা তাদের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনও সেই সমস্ত জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের

আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

শ্লোক ৪

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
উর্বশীবিরহান্ মুহ্যন্ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥ ৪ ॥

ঐলঃ—রাজা পুরূরবা; সম্রাট—মহান সম্রাট; ইমাম্—এই; গাথাম্—গীত; অগায়ত—গেয়েছিলেন; বৃহৎ—বৃহৎ; শ্রবাঃ—যার খ্যাতি; উর্বশী-বিরহাৎ—উর্বশীর বিরহের জন্য; মুহ্যন্—বিভ্রান্ত হয়ে; নির্বিণ্ণঃ—অনাসক্ত বোধ করে; শোক—তাঁর শোক; সংযমে—শেষে, যখন তিনি সংযত করতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

নিম্নবর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরূরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐল, অর্থাৎ পুরূরবা ছিলেন অত্যন্ত যশস্বী মহান রাজা। তাঁর স্ত্রী উর্বশীর বিরহে প্রথমে তিনি ভীষণভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তাঁর (উর্বশীর) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর তিনি গন্ধর্বগণ প্রদত্ত যজ্ঞাগ্নি দ্বারা দেবগণের উপাসনা করে উর্বশী যে লোকে নিবাস করছেন, সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ ॥ ৫ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; আত্মানম্—তাঁকে; ব্রজন্তীম্—চলে গেলে; তাম্—তার প্রতি; নগ্নঃ—নগ্ন হয়ে; উন্মত্ত-বৎ—উন্মত্তের মতো; নৃপঃ—রাজা; বিলপন্—চিৎকার করে ডেকেছিলেন; অন্বগাৎ—অনুসরণ করেছিলেন; জায়ে—হে ভার্যা; ঘোরে—হে ভয়ঙ্কর রমণী; তিষ্ঠ—অনুগ্রহ করে দাঁড়াও; ইতি—এই রূপ বলে; বিক্লবঃ—দুঃখে বিহ্বল।

অনুবাদ

উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, "হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী! অনুগ্রহ করে দাঁড়াও!" বলে ডেকেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়তমা ভার্যা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলে শোকার্ত রাজা চিৎকার করে ডাকছিলেন, 'প্রিয়ে ভার্যা, এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখো। একটু দাঁড়াও! হে ভয়ঙ্করী রমণী, কেন দাঁড়াচ্ছ না? কিছুক্ষণের জন্য কেন কথা বলছ না? তুমি কি আমায় মেরে ফেলবে?' এইভাবে অনুশোচনা করে তিনি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ৬ ॥

কামান্—কামবাসনা; অতৃপ্তঃ—অতৃপ্ত; অনুজুষন্—তৃপ্তি করে; ক্ষুল্লকান্—নগণ্য; বর্ষ—অনেক বৎসরের; যামিনীঃ—রাত্রি সমূহ; ন বেদ—জানতেন না; যান্তীঃ—যাচ্ছে; ন—অথবা নয়; আয়ান্তীঃ—আসছে; উর্বশী—উর্বশীর দ্বারা; আকৃষ্ট—আকৃষ্ট; চেতনঃ—তাঁর মন।

অনুবাদ

বহু বৎসর ধরে রাজা পুরূরবা সন্ধ্যা কালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার জাগতিক অনুভূতি সূচিত করে।

শ্লোক ৭

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

ঐলঃ উবাচ—রাজা পুরূরবা বললেন; অহো—হায়; মে—আমার; মোহ—মোহের; বিস্তারঃ—গভীরতা; কাম—কামের দ্বারা; কশ্মল—কলুষিত; চেতসঃ—আমার

চেতনা; দেব্যা—এই দেবীর দ্বারা; গৃহীত—গৃহীত; কণ্ঠস্য—যাহার কণ্ঠ; ন—হয়নি; আয়ুঃ—আমার আয়ু; খণ্ডাঃ—বিভাগ সমূহ; ইমে—এই সকল; স্মৃতাঃ—লক্ষ্য করা হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা ঐল বললেন—হায়, আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! এই দেবী আমায় আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

শ্লোক ৮

নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোহমুয়া ।
মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত ॥ ৮ ॥

ন—না; অহম্—আমি; বেদ—জানি; অভিনির্মুক্তঃ—প্রবৃত্ত হয়ে; সূর্যঃ—সূর্য; বা—অথবা; অভ্যুদিতঃ—উদিত; অমুয়া—তার দ্বারা; মুষিতঃ—প্রতারিত; বর্ষ—বৎসর সমূহ; পূগানাম্—বহু সমন্বিত; বত—হায়; অহানি—বহুদিন; গতানি—অতিবাহিত; উত—নিশ্চিত রূপে।

অনুবাদ

সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও লক্ষ্য করিনি। হায়, বহু বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি।

তাৎপর্য

উর্বশীর প্রতি আসক্তি হেতু রাজা পুরূরবা তাঁর ভগবৎ সেবার কথা বিস্মৃত হয়ে সেই সুন্দরী যুবতীকে খুশী করতেই বেশি চিন্তিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করার জন্য তিনি শোক করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তগণ তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উপযোগ করেন।

শ্লোক ৯

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥ ৯ ॥

অহো—হায়; মে—আমার; আত্ম—নিজের; সম্মোহঃ—সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন; যেন—যার দ্বারা; আত্মা—আমার শরীর; যোষিতাম্—রমণীদের; কৃতঃ—হয়েছিল;

ক্রীড়া-মৃগ—খেলনা পশু; চক্রবর্তী—বিশাল সম্রাট; নরদেব—রাজাদের; শিখামণিঃ—চূড়ামণি।

অনুবাদ

হায়, আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হয়েও মোহ আমাকে কীভাবে রমণীর হাতের ক্রীড়ামৃগে পরিণত করেছিল!

তাৎপর্য

রাজার শরীর, রমণীর বাহ্যিক বাসনা তৃপ্ত করতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়ার ফলে তা এখন রমণীদের হাতের ক্রীড়ামৃগের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১০

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্ ।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্ ॥ ১০ ॥

স-পরিচ্ছদম্—আমার রাজত্ব এবং সর্বস্ব সহ; আত্মানম্—আমি নিজে; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; তৃণম্—তৃণখণ্ড; ইব—মতো; ঈশ্বরম্—তেজস্বী সম্রাট; যান্তীম্—চলে যাচ্ছেন; স্ত্রিয়ম্—রমণীটি; চ—এবং; অন্বগমন্—আমি অনুগমন করেছিলাম; নগ্নঃ—নগ্ন; উন্মত্তবৎ—পাগলের মতো; রুদন্—ক্রন্দন করে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম।

শ্লোক ১১

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা ।
যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িত ॥ ১১ ॥

কুতঃ—কোথায়; তস্য—সেই ব্যক্তির (নিজে); অনুভাবঃ—প্রভাব; স্যাৎ—হয়; তেজঃ—শক্তি; ঈশত্বম্—রাজত্ব; এব—বস্তুত; বা—বা; যঃ—যে; অন্বগচ্ছম্—ধাবিত হয়েছিলাম; স্ত্রিয়ম্—এই রমণী; যান্তীম্—যখন চলে যাচ্ছিল; খরবৎ—ঠিক একটি গাধার মতো; পাদে—পা দিয়ে; তাড়িতঃ—দণ্ডি।

অনুবাদ

গর্দভী যেমন গর্দভের মুখে লাথি মারে, তেমনই সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত রাজত্ব, বিরাট প্রভাব, এ সমস্ত শক্তি কোথায়?

শ্লোক ১২

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা ।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ১২ ॥

কিম্—কী কাজ; বিদ্যয়া—জ্ঞানের; কিম্—কী; তপসা—তপস্যার; কিম্—কী; ত্যাগেন—বৈরাগ্যের; শ্রুতেন—শাস্ত্রানুশীলনের; বা—অথবা; কিম্—কী; বিবিক্তেন—নির্জন বাসের; মৌনেন—মৌনের; স্ত্রীভিঃ—রমণীদের দ্বারা; যস্য—যার; মনঃ—মন; হৃতম্—অপহৃত।

অনুবাদ

উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা, নির্জনে বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও, মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয়, তবে এত সমস্ত করার কী প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এক নগণ্য রমণীর দ্বারা কারও হৃদয় ও মন অপহৃত হলে, পূর্ববর্ণিত সমস্ত পদ্ধতিই নিরর্থক। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত থাকলে তার পারমার্থিক অগ্রগতি অবশ্যই বিনাশ হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি বৃন্দাবনের মুক্ত গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমীক রূপে বরণ করে তাঁর আরাধনা করেন, তবে তিনি তাঁর মানসিক কার্যকলাপকে কাম কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ১৩

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্ মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্ ।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥

স্ব-অর্থস্য—তার নিজের স্বার্থ; অকোবিদম্—অবিজ্ঞ; ধিক্—ধিক; মাম্—আমার সঙ্গে; মূর্খম্—মূর্খ; পণ্ডিত-মানিনম্—নিজেকে মহাপণ্ডিত বলে মনে করা; যঃ—যে; অহম্—আমি; ঈশ্বর-তাম্—ঈশ্বরের পদ; প্রাপ্য—লাভ করে; স্ত্রীভিঃ—স্ত্রীগণের দ্বারা; গো-খর-বৎ—বলদ অথবা গাধার মতো; জিতঃ—বিজিত।

অনুবাদ

আমাকে ধিক্! আমি এতই মূর্খ যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও বলদ বা গাধার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজী হয়েছি।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নেশায় স্ত্রীসঙ্গের মাধ্যমে কাম বাসনা দ্বারা পাগল প্রায় হয়ে বলদ বা গর্দভের মতো হওয়া সত্ত্বেও, এ জগতের সমস্ত মূর্খরাই নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। সাধু গুরুদেবের কৃপায় ধীরে ধীরে এই কাম প্রবণতা বিদূরীত হলে আমরা এই ভয়ঙ্কর জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অপমানজনক স্বভাবকে অনুভব করতে পারি। এই শ্লোকে রাজা পুরূরবা কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞানে ফিরে আসছেন।

শ্লোক ১৪

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসবম্ ।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥ ১৪ ॥

সেবতঃ—সেবক; বর্ষ-পূগান্—বহু বৎসর ধরে; মে—আমার; উর্বশ্যাঃ—উর্বশীর; অধর—অধরের; আসবম্—অমৃত; ন তৃপ্যতি—কখনও সন্তুষ্ট হয় না; আত্ম-ভূঃ—মনোজ; কামঃ—কাম; বহ্নিঃ—অগ্নি; আহুতিভিঃ—আহুতির দ্বারা; যথা—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনই উর্বশীর অধর নিসৃত তথাকথিত অমৃত, বহু বৎসর ধরে পান করেও, আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বার বার জেগে উঠেছে, আর তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি।

শ্লোক ১৫

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥ ১৫ ॥

পুংশ্চল্যা—বেশ্যার দ্বারা; অপহৃতম্—অপহৃত; চিত্তম্—বুদ্ধি; কঃ—কে; নু—বস্তুত; অন্যঃ—অন্যব্যক্তি; মোচিতুম্—মুক্ত করতে; প্রভুঃ—সক্ষম; আত্ম-আরাম্—আত্মতুষ্ট ঋষির; ঈশ্বরম্—ভগবান; ঋতে—ব্যতীত; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; অধোক্ষজম্—জড় ইন্দ্রিয়াতীত।

অনুবাদ

বারবনিতার দ্বারা অপহৃত আমার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম ঋষিগণের প্রভু, জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম?

শ্লোক ১৬

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্মতেঃ ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

বোধিতস্য—বিজ্ঞাত; অপি—এমনকি; দেব্যা—দেবী উর্বশীর দ্বারা; মে—আমার; সু-উক্ত—সুকথিত; বাক্যেন—বাক্যের দ্বারা; দুর্মতেঃ—দুর্বুদ্ধির; মনঃগতঃ—মনের মধ্যে; মহা-মোহঃ—মহা বিভ্রান্তি; ন অপযাতি—নিবৃত হয়নি; অজিত-আত্মনঃ—ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম।

অনুবাদ

আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায়, উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মহা মোহ বিদূরীত হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবী উর্বশী পুরূরবাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি যেন কখনও রমণীকে বা তার দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস না করেন। এইরূপ প্রকাশ্য উপদেশ সত্ত্বেও তিনি পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে ভীষণভাবে মনঃকষ্টে ভুগেছিলেন।

শ্লোক ১৭

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

কিম্—কি; এতয়া—তার দ্বারা; নঃ—আমাদের প্রতি; অপকৃতম্—অপরাধ করা হয়েছে; রজ্জ্বা—রশির দ্বারা; বা—অথবা; সর্প-চেতসঃ—যে এটিকে সর্পরূপে চিন্তা করছে; দ্রষ্টুঃ—এইরূপ দর্শকের; স্বরূপ—প্রকৃত পরিচয়; অবিদুষঃ—অবিজ্ঞ; যঃ—যে; অহম্—আমি; যৎ—যেহেতু; অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয় সংযম না করে।

অনুবাদ

আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে (উর্বশীকে) কীভাবে দোষারোপ করব? আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিংস রজ্জুকে সর্পরূপে দর্শনকারীর মতো হয়েছে।

তাৎপর্য

রজ্জুকে কেউ যদি সর্প বলে ভুল করেন, তবে তিনি ভীত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই ধরনের ভয় এবং উদ্বেগ নিশ্চয় অনর্থক। কেননা রজ্জু কখনও দংশন করে না। তেমনই, কেউ যদি ভুল ক্রমে ভাবে যে, ভগবানের জড় মায়াশক্তি তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উদ্দিষ্ট, তবে সে নিশ্চয়ই তার মাথার উপর জড় মায়ার ভীতি এবং উদ্বেগের হিমানী-সম্প্রপাতকে আহ্বান করছে। রাজা পুরূরবা এখানে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছেন যে, যুবতী রমণী উর্বশীর কোন দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে পুরূরবাই ভুলক্রমে উর্বশীকে তাঁর ভোগ্য বস্তু বলে মনে করেছিলেন, আর তাই প্রকৃতির বিধানে তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করে কষ্ট পেয়েছিলেন। উর্বশীর বাহ্যিক রূপকে ভোগের চেষ্টা করে পুরূরবা নিজেই অপরাধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ব—কোথায়; অয়ম্—এই; মলীমসঃ—খুব নোংরা; কায়ঃ—জড়দেহ; দৌর্গন্ধ্য—দুর্গন্ধ; আদি—ইত্যাদি; আত্মকঃ—সমন্বিত; অশুচিঃ—অপরিষ্কার; ক্ব—কোথায়; গুণাঃ—তথাকথিত সৎ গুণাবলী; সৌমনস্য—ফুলের সুগন্ধ এবং কোমলতা; আদ্যা—এবং ইত্যাদি; হি—নিশ্চিতরূপে; অধ্যাসঃ—বাহ্যিক অসাদৃশ্য; অবিদ্যয়া—অজ্ঞতার দ্বারা; কৃতঃ—সৃষ্ট।

অনুবাদ

এই কলুষিত শরীরটিই বা কী—ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীদেহের সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মায়া সৃষ্ট নকল আবরণ মাত্র।

তাৎপর্য

পুরূরবা এখন বুঝেছেন যে, তিনি উর্বশীর সুগঠিত ও সুগন্ধী শরীরের প্রতি পাগলের মতো আকৃষ্ট হলেও, বাস্তবে সেই শরীরটি ছিল বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, কফ, লোম এবং অন্যান্য অপ্রীতিকর উপাদানের একটি বস্তা মাত্র। পক্ষান্তরে বলা যায়, পুরূরবার এখন জ্ঞান হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নে শ্বগৃধ্রয়োঃ ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে ॥ ১৯ ॥

পিত্রোঃ—পিতা মাতার; কিম্—তাই কি; স্বম্—সম্পদ; নু—অথবা; ভার্যায়াঃ—স্ত্রীর; স্বামিনঃ—মালিকের; অগ্নেঃ—অগ্নির; শ্ব-গৃধ্রয়োঃ—কুকুর এবং শৃগালদের; কিম—তা কি; আত্মনঃ—আত্মার; কিম্—না কি; সুহৃদাম্—বন্ধুদের; ইতি—এইভাবে; যঃ—যে; ন অবসীয়তে—কখনও স্থির করতে পারে না।

অনুবাদ

দেহটি বাস্তবে কার সম্পত্তি, তা কখনই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্ম দাতা পিতামাতার, তার আনন্দ প্রদায়িণী স্ত্রীর অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামত দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনের অথবা কুকুর ও শৃগালদের, যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের? নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই দেহটির প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২০

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে ।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতং চ মুখং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—সেই; কলেবরে—ভৌতিক দেহে; অমেধ্যে—ঘৃণ্য; তুচ্ছ-নিষ্ঠে—সর্বনিম্ন গতির প্রতি আগুয়ান; বিসজ্জতে—আসক্ত হয়; অহো—আহা; সু-ভদ্রম্—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; সুনসম্—সুন্দর নাসা সমন্বিত; সু-স্মিতম্—সুন্দর মুচকি হাসি; চ—এবং; মুখম্—মুখমণ্ডল; স্ত্রিয়ঃ—রমণীর।

অনুবাদ

ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন, কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র, তবুও যখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, "মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর! তার নাকটি বড়ই মনোহর, আর দেখ কত সুন্দর তার মৃদু হাস্য! "

তাৎপর্য

তুচ্ছ নিষ্ঠে অর্থাৎ "নিম্নগতির প্রতি আগুয়ান" বাক্যটি সূচিত করে যে, যদি কবর দেওয়া হয়, দেহটি কীটেদের দ্বারা ভক্ষিত হবে; যদি পোড়ানো হয়, তবে তা ভস্মে পরিণত হবে; আর যদি নির্জন স্থানে মৃত্যু হয়, তবে তা কুকুর এবং শকুনদের দ্বারা ভক্ষিত হবে। নারীদেহের মধ্যে মায়ার মোহময়ী শক্তি প্রবেশ করে, পুরুষ মানুষের মনকে বিচলিত করে। পুরুষ মানুষ নারীরূপী মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়

কিন্তু সেই নারীদেহটিকে আলিঙ্গন করার ফলে সে কেবল মাংস, রক্ত, কফ, পুঁজ চামড়া, অস্থি, লোম আর বিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতার ফলে মানুষের কুকুর বেড়ালের মতো হওয়া উচিত নয়। মানুষের উচিত, কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে পরমেশ্বরের শক্তিকে ভোগ করতে অনর্থক চেষ্টা না করে ভগবানের সেবা করতে শেখা।

শ্লোক ২১

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ ।
বিন্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥ ২১ ॥

ত্বক্—চামড়া দিয়ে; মাংস—মাংস; রুধির—রক্ত; স্নায়ু—মাংস পেশী; মেদঃ—চর্বি; মজ্জা—মজ্জা; অস্থি—এবং অস্থি; সংহতৌ—সমন্বিত; বিট্—বিষ্ঠার; মূত্র—মূত্র; পূয়ে—এবং পুঁজ; রমতাম্—ভোগ করা; কৃমীণাম্—কৃমি-কীটের সঙ্গে তুলনীয়; কিয়ৎ—কতটা; অন্তরম্—পার্থক্য।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুঁজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্লোক ২২

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্ মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥ ২২ ॥

অথ-অপি—সুতরাং তথাপি; ন-উপসজ্জেত—কখনও সংস্পর্শে আসা উচিত নয়; স্ত্রীষু—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; স্ত্রৈণেষু—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; চ—এবং; অর্থ-বিৎ—যে ব্যক্তি জানেন কোনটি তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ; বিষয়—ভোগ্য বস্তুর; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; সংযোগাৎ—সংযোগের ফলে; মনঃ—মন; ক্ষুভ্যতি—ক্ষোভিত হয়; ন—না; অন্যথা—অন্যথায়।

অনুবাদ

দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়।

শ্লোক ২৩

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ ভাবান্ন ভাব উপজায়তে ।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

অদৃষ্টাৎ—যা দৃষ্ট হয়নি; অশ্রুতা—যা শ্রুত হয়নি; ভাবাৎ—একটি বস্তু থেকে; ন—করে না; ভাবঃ—মানসিক আলোড়ন; উপজায়তে—উৎপন্ন হয়; অসংপ্রযুঞ্জতঃ—যিনি ব্যবহার করছেন না তার জন্য; প্রাণান্—ইন্দ্রিয়সমূহ; শাম্যতি—শান্ত হয়; স্তিমিতম্—স্তিমিত; মনঃ—মন।

অনুবাদ

অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোন কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তাঁর জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন; তাঁর মন আপনা থেকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে।

তাৎপর্য

যুক্তি দেখানো যায় যে, চোখ বন্ধ অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় অথবা নির্জনস্থানে বাস করেও আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা স্মরণ বা মনন করতে পারি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্য লাভ হয় বারবার দৃষ্ট এবং শ্রুত পূর্বতন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতার ফলে। যখন কেউ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থেকে সংযত করেন, তখন তাঁর মনের জড়প্রবণতাগুলি স্তিমিত হবে এবং ইন্ধনবিহীন অগ্নির মতো কালক্রমে নির্বাপিত হবে।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; সঙ্গঃ—সঙ্গ; ন কর্তব্যঃ—করা উচিত নয়; স্ত্রীষু—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; স্ত্রৈণেষু—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; চ—এবং; ইন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; বিদুষাম্—জ্ঞানী ব্যক্তিগণের; চ অপি—এমনকি; অবিস্রব্ধঃ—অবিশ্বাসী; ষট্-বর্গঃ—মনের ছয়টি শত্রু (কাম, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি, মাদকতা এবং হিংসা); কিম্ উ—আর কি কথা; মাদৃশাম্—আমার মতো ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না; তবে আমার মতো মূর্খলোকেদের আর কি কথা।

শ্লোক ২৫

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ
স উর্বশীলোকমথো বিহায় ।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; এবম্—এইভাবে; প্রগায়ন্—গান করে; নৃপ—মানুষদের মধ্যে; দেব—এবং দেবগণের মধ্যে; দেবঃ—আদি; সঃ—তিনি, রাজা পুরূরবা; উর্বশী-লোকম্—উর্বশীলোক, গন্ধর্বলোক; অথউ—তারপর; বিহায়—পরিত্যাগ করে; আত্মানম্—পরমাত্মা; আত্মনি—নিজ হৃদয়ে; অবগম্য—উপলব্ধি করে; মাম্—আমাকে; বৈ—বস্তুত; উপারমৎ—শান্ত হয়েছিল; জ্ঞান—দিব্য জ্ঞানের দ্বারা; বিধূত—বিধৌত, মোহঃ—মোহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরূরবা, তার উর্বশীলোকে লব্ধপদ পরিত্যাগ করে। দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তার হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে।

শ্লোক ২৬

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—সুতরাং; দুঃসঙ্গম্—অসৎ সঙ্গ; উৎসৃজ্য—দূরে নিক্ষেপ করে; সৎসু—শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি; সজ্জেত—আসক্ত হওয়া উচিত; বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; সন্তঃ—সাধু ব্যক্তিগণ; এব—কেবলমাত্র; অস্য—তার; ছিন্দন্তি—ছিন্ন করে; মনঃ—মনের; ব্যাসঙ্গম্—অত্যধিক আসক্তি; উক্তিভিঃ—তাদের বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়।

শ্লোক ২৭

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

সন্তঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; অনপেক্ষাঃ—জাগতিক কোন কিছুর প্রতি নির্ভরশীল নয়; মৎ-চিত্তাঃ—যারা আমার প্রতি তাদের মনকে নিবিষ্ট করেছে; প্রশান্তাঃ—প্রশান্ত; সম-দর্শিনঃ—সমদৃষ্টি সম্পন্ন; নির্মমাঃ—মমত্ব বুদ্ধিশূন্য; নিরহংকারাঃ—মিথ্যা অহংকার শূন্য; নির্দ্বন্দ্বাঃ—সমস্ত প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত; নিষ্পরিগ্রহাঃ—নির্লোভ।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ববুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৮

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥ ২৮ ॥

তেষু—তাদের মধ্যে; নিত্যম্—প্রতিনিয়ত; মহা-ভাগ—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব; মহা-ভাগেষু—সেই সমস্ত মহাভাগ্যবান ভক্তদের মধ্যে; মৎ-কথাঃ—আমার বিষয়ে আলোচনা; সম্ভবন্তি—উৎপন্ন হয়; হি—বস্তুত; তাঃ—এই সমস্ত বিষয়; নৃণাম্—মানুষের; জুষতাম্—অংশগ্রহণকারীগণ; প্রপুনন্তি—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করে; অঘম্—পাপ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়, যারা আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ উপদেশ না-ও পান, শুদ্ধভক্তের দ্বারা আলোচিত পরমেশ্বরের গুণমহিমা কেবল শ্রবণ করলে তিনি তাঁর মায়ার সংস্পর্শ প্রসূত সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২৯

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥ ২৯ ॥

তাঃ—সেই সমস্ত বিষয়; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করে; গায়ন্তি—কীর্তন করে; হি—বস্তুত; অনুমোদন্তি—হৃদয়ে গ্রহণ করে; চ—এবং; আদৃতাঃ—শ্রদ্ধা সহকারে; মৎ-পরাঃ—আমা পরায়ণ; শ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাপরায়ণ; চ—এবং; ভক্তিম্—ভক্তিযোগ; বিন্দন্তি—লাভ করে; তে—তারা; ময়ি—আমার জন্য।

অনুবাদ

যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে, সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি উন্নত কৃষ্ণভক্তের নিকট থেকে শ্রবণ করেন, তিনি ভব সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন। যখন কেউ সদ্‌গুরুর নির্দেশ মেনে চলেন, তখন তাঁর মনের কলুষিত কার্যকলাপ প্রশমিত হয়, তিনি তখন নতুন পারমার্থিক আলোকে সব কিছু দর্শন করেন, তাঁর মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভগবৎ প্রেমরূপ ফলপ্রদ নিঃস্বার্থ প্রবণতা প্রস্ফুটিত হয়।

শ্লোক ৩০

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে ।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ৩০ ॥

ভক্তিম্—ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ; লব্ধবতঃ—যে লাভ করেছে; সাধোঃ—ভক্তের জন্য; কিম্—কী; অন্যৎ—অন্য কিছু; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; ময়ি—আমার প্রতি; অনন্তগুণে—অনন্ত গুণসম্পন্ন; ব্রহ্মণি—প্রথম সত্যে; আনন্দ—আনন্দের; অনুভব—অভিজ্ঞতা; আত্মনি—সমন্বিত।

অনুবাদ

সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে, আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কী বাকী রইল?

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ এতই প্রীতিপ্রদ যে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবৎ সেবা ব্যতীত কোন কিছুই কামনা করতে পারেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলেছেন যে, তাঁর প্রতি ভক্তিযোগের সর্বশেষ পুরস্কার হিসাবে তাঁদের নিজেদের সেবাকেই গ্রহণ করতে হবে, কেননা একমাত্র ভক্তিযোগ থেকে যেরূপ সুখ এবং জ্ঞান অনুভূত হয়, অন্য কোন কিছু থেকেই তা লাভ হয় না।

আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম ও যশ শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে হৃদয় পবিত্র হয় এবং তখন ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃতের যথার্থ আনন্দময় প্রকৃতির প্রশংসা করা যায়।

শ্লোক ৩১

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্ ।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **উপশ্রয়মাণস্য**—যিনি উপনীত হচ্ছেন তাঁর; **ভগবন্তম্**—তেজস্বী; **বিভাবসুম্**—অগ্নি; **শীতম্**—শীত; **ভয়ম্**—ভয়; **তমঃ**—অন্ধকার; **অপ্যেতি**—বিদূরীত; **সাধূন্**—সাধুভক্তগণ; **সংসেবতঃ**—যিনি সেবা করছেন তার জন্য; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সেবায় রত হন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়।

তাৎপর্য

যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত তারা অবশ্যই অচেতন; পরমেশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধে তাদের উচ্চ চেতনার অভাব থাকে। জড়বাদী লোকেরা প্রায় যন্ত্রের মতো তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণে রত, আর তাই তাদেরকে অচেতন অথবা জড় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অগ্নির নিকটে গেলে যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করলে, এইরূপ, সমস্ত জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা দূরীভূত হয়।

শ্লোক ৩২

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্ ।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥ ৩২ ॥

নিমজ্জ্যৎ—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে; **উন্মজ্জতাম্**—এবং পুনরায় উত্থিত হচ্ছে; **ঘোরে**—ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে; **ভবঃ**—জড় জীবনের; **অব্ধৌ**—সমুদ্র; **পরম**—পরম; **অয়নম্**—আশ্রয়; **সন্তঃ**—সাধুভক্তগণ; **ব্রহ্মবিদঃ**—ব্রহ্মবিদ; **শান্তাঃ**—শান্ত; **নৌঃ**—নৌকা; **দৃঢ়া**—শক্তিশালী; **ইব**—ঠিক যেমন; **অপ্সু**—জলে; **মজ্জতাম্**—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে তাদের জন্য।

অনুবাদ

জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমজ্ঞাননিষ্ঠ, শান্ত ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো।

শ্লোক ৩৩

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্ ।
ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্নম্—খাদ্য; হি—বস্তুত; প্রাণিনাম্—প্রাণিদের; প্রাণঃ—জীবন; আর্তানাম্—আর্তদের; শরণম্—আশ্রয়; তু—এবং; অহম্—আমি; ধর্মঃ—ধর্ম; বিত্তম্—সম্পদ; নৃণাম্—মানুষদের; প্রেত্য—যখন তারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন; সন্তঃ—ভক্তগণ; অর্বাক্—নিম্নগামীদের; বিভ্যতঃ—ভীতদের জন্য; অরণম্—আশ্রয়।

অনুবাদ

খাদ্যই যেমন সমস্ত জীবেদের প্রাণ, আমিই যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়।

তাৎপর্য

যারা জাগতিক কাম এবং ক্রোধের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পতিত হওয়ার জন্য ভীত, তাদের উচিত ভগবৎ ভক্তদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই ভক্তগণ তাদেরকে নিরাপদে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ৩৪

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৩৪ ॥

সন্তঃ—ভক্তগণ; দিশন্তি—প্রদান করেন; চক্ষুংষি—চক্ষুদ্বয়; বহিঃ—বাহ্যিক; অর্কঃ—সূর্য; সমুত্থিতঃ—যখন পূর্ণরূপে উদিত হয়; দেবতাঃ—উপাস্য বিগ্রহগণ; বান্ধবাঃ—স্বজনগণ; সন্তঃ—ভক্তগণ; সন্তঃ—ভক্তগণ; আত্মা—নিজের আত্মা; অহম্—আমি নিজে; এবচ—তেমনই।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন; তারাই সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সর্বোপরি আমা থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

মূর্খতা হচ্ছে পাপিষ্ঠদের সম্পদ, তারা তাদের সেই সম্পদকে মহামূল্যবান বলে মনে করে, অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করতে দৃঢ়ভাবে মনস্থির করে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো, তাঁদের বাণীর আলোকে জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলে অজ্ঞতার অন্ধকার বিনষ্ট হয়। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তগণই আমাদের যথার্থ বন্ধু এবং স্বজন। তাই ভগবদ্ভক্তগণই যথার্থ সেব্য—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আলোড়নকারী স্থূল জড়দেহটি নয়।

শ্লোক ৩৫

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ ॥ ৩৫ ॥

বৈতসেনঃ—রাজা পুরূরবা; **ততঃ অপি**—সেই কারণে; **এবম্**—এইভাবে; **উর্বশীঃ**—উর্বশীর; **লোক**—একই লোকে অবস্থান করার; **নিস্পৃহঃ**—নিস্পৃহ; **মুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—সমস্ত জড়সঙ্গ থেকে; **মহীম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মতুষ্ট; **চচার**—ভ্রমণ করেছিলেন; **হ**—বাস্তবে।

অনুবাদ

এইভাবে উর্বশী লোকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ঐলগীত' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।